দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 APR 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

211

উপজেলা পরিক্রমা

অভয়নগর

নওয়াপাড়া (যশোর), ২৬ এপ্রিল (সংবাদদাতা)।— পীর ওলি আওলিয়ার আবাসস্থল, বৃহত্তর যশোরের প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যিক শহর নওয়াপাড়ায় অভয়নগর উপজেলার হেড কোয়ার্টার অবস্থিত। অভয়নগর উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বুড়ি ভৈরব। এর পূবে নড়াইল-কালিয়া, পশ্চিমে যশোর-কোতয়ালী-মনিরামপুর, উত্তরে যশোর-কোতয়ালী-নড়াইল ও দক্ষিণে ফুলতলা-কেশবপুর-ডুমুরিয়া উপজেলা। এ উপজেলার আয়তন ৯৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫শ' ৬২ জন। মোট লোকসংখ্যার ৯৩ হাজার ৮৮ জন পুরুষ এবং ৮৩ হাজার ৪শ' ৭৪ জন মহিলা। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ৮টি, গ্রামের সংখ্যা ১২০টি ও মৌজা ৮৯টি। পরিবারের সংখ্যা ২৮ হাজার ২শ' ১২ এবং সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ৩৭ হাজার ১শ' ৩৭।

শিক্ষা ব্যবস্থা

উপজেলার মোট ৪৫ হাজার ২শ' ৩৪ জন লোক শিক্ষিত। এর মধ্যে ৩১ হাজার ৪শ' ৯৭ জন পুরুষ এবং ১৩ হাজার ৭শ' ৩৭ জন মহিলা। শতকরা শিক্ষিতের হার ২৫.৬। এখানে ১টি মহাবিদ্যালয়, ২১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬১টি সরকারী এবং ২৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৭টি মাদ্রাসা রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

যোগাযোগ

অভয়নগর উপজেললার যোগাযোগ ব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের। যশোর-খুলনা মহাসড়ক ব্যতীত এখানে অন্য কোন পাকা রাস্তা নেই। এখানে ৮ মাইল পাকা রাস্তা, ১৩ মাইল আধাপাকা রাস্তা, ৪শ' ৮৫ মাইল কাঁচা রাস্তা ও তিনটি রেলওয়ে স্টেশনসহ ৮ মাইল রেলপথ রয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

এখানে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট ১টি হাসপাতাল রয়েছে। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ না থাকায় জটিল রোগীদের চিকিৎসা করা যায় না। এ ছাড়া অসহায় ও মুমূর্ষ রোগীদের ঠিকমত চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের জন্যে কোন এ্যাম্বুলেন্স না থাকলেও বেতনভোগী ড্রাইভার আছে। এখানে ২টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৬টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১টি পশু পালন অফিস রয়েছে।

কৃষি

কৃষি ক্ষেত্রে অভয়নগর উপজেলা উন্নত। সমগ্র দেশের প্রায় ৬৫ ভাগ তরমুজ এখানে উৎপাদিত হয়। ৪৫ হাজার ৫শ' একর কৃষি জমির মধ্যে ২৪ হাজার ১শ' ৩০ একর একফসলী এবং ১৫ হাজার ১শ' ৩০ একর দো-ফসলী। এখানে শতকরা ৮৩ জন লোক কৃষক। এ উপজেলায় ১২টি পাওয়ার পাম্প (৪টি অচল), ৩টি গভীর নলকূপ (২টি অচল), ২৮০টি অগভীর নলকূপ (৯৫টি অচল) রয়েছে।

শিল্প ও বিনোদন

অভয়নগর উপজেলায় ৪টি চটকল, ৭টি সুতার কল, ১টি চামড়ার মিল, ১টি কাগজের মিল ও শতাধিক ক্ষুদ্র মিল রয়েছে। প্রতি রাতে ৩.৩ থেকে ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা থাকলেও লোডশেডিং-এর জন্যে ২ থেকে ৩ মেগাওয়াটের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ফলে কল-কারখানার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

এখানে বিনোদনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ২টি প্রেক্ষাগৃহ, ১টি রেডিও বাংলাদেশ খুলনার সম্প্রচার কেন্দ্র, ১টি পাবলিক লাইব্রেরী, ১টি (নির্মাণাধীন) অডিটোরিয়াম ও রোটারী এবং প্রেস ক্লাবসহ শতাধিক যুব ক্লাব।